OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 70 - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী-পুরুষ সম্পর্ক

সেখ সামিরুল ইসলাম
গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sksamirulislam1996@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
আকৃষ্ট, নাছরবান্দা, যৌনবাসনা, বিরহ, ব্যাকুলতা, সতৃষ্ণ।

Abstract
In the medieval period, poetry was primarily narrative in nature. In discussions of medieval Bengali literature, the relationships between male and female characters become a particularly important topic. These relationships, as depicted in the literature, include marital relationships, romantic relationships, extramarital affairs, and so on. We will endeavor to explore these relationships in our discussion.

Discussion

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রী কৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণের সম্পর্ক : এই কাব্যে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার আসল সম্পর্ক কি, তা রাধার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ কাব্যের প্রথমার্ধে কৃষ্ণ এ বিষয়ে সজ্ঞাত ও সচেতন। নারায়ণ যখন মরতে অবতীর্ণ হয়েছে তখন লক্ষীর সেই মর্তে উপস্থিত আবশ্যক। তাই তখন দেবগন লক্ষ্মীকে বললেন - হে রাধা তুমি কৃষ্ণের সম্ভোগের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। এরই ফলে মর্ত্যে পাদুমা উদরে সাগরের ঘরে শ্রীরাধার জন্ম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্ক। বড়াই এর কাছ থেকে রাধার রূপের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ রাধার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং প্রেমের উপহার হিসেবে তাম্বুলাদি, ফুল ইত্যাদি পাঠিয়েছে। কিন্তু রাধা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেটাই স্বাভাবিক কারণ সে একজন সামাজিক নারী। সামাজিক অনুশাসনের সে চালিত। কিন্তু কৃষ্ণ নাছরবান্দা। সে রাধাকে পাওয়ার জন্য সমস্ত চেষ্টাই করে। দানী সেজে রাধার দেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্য দান চেয়ে বসে। যৌনবাসনা ব্যক্ত করে। কৃষ্ণ রাধাকে পূর্বজন্মের কথা বলে, কিন্তু রাধা বিশ্বাস করে না। রাধা কৃষ্ণের হাত থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এবং শেষ কৃষ্ণার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তবে নৌকা খন্ড থেকে রাধার মনের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। দানখন্ডে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের সময় বলেছে মাথার মুকুট যেন না ভাঙ্গে, দেহ যেন আঘাত না পায়, কিন্তু এবারে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে রাধার মনে ভয় ও লজ্জার সমাবেশ দেখা দিয়েছে। এখন হার ছিরুক মাথার মুকুট নষ্ট হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু সখিরা যেন দেখে না ফেলে। এই খন্ডে রাধা দেহ সুখ অনুভব করে। এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া শুরু করে। বলা যায় কৃষ্ণের প্রতি রাধার মনে প্রেমের অঙ্কুর গড়ে ওঠে। এরপর ভার ও ছত্র খন্ডে প্রেম প্রকাশে রাধা বেশ খানিকটা এগিয়েছে। বৃন্দাবন খন্ডে রাধা কৃষ্ণের প্রেম গভীরতায় এসে পৌঁছেছে। এতদিন দূতি বড়াই কৃষ্ণের অভিলাসে রাধাকে কৌশলে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবারে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রাধা নিজেই বড়াই এর নিকট ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে। কালিয়দমন খণ্ডে রাধা সকলের সম্মুখে কৃষ্ণকে ‘পরান প্রতি’ বলে উল্লেখ করেছে। রাধা কৃষ্ণের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রেমের পরিণতি ঘটেছে বংশী খন্ডে। এখানেই প্রথম রাধার মধ্যে বিরহ জনিত গভীরতা ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে চোখের জল। কৃষ্ণার বশির স্বরে রাধিকার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এতদিন সে নিকট হইতে কৃষ্ণের রূপ দেখিয়াছে, এইবার দূর হইতেছে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিল কৃষ্ণ ধরা দিয়েও শেষে ধরা দেয়নি, রাধা কেবল জাগরণে শয়নে স্বপনে কৃষ্ণ ছবি দেখেছে। এই রাধা বিরহে কাব্যের সমাপ্তি।

বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা কৃষ্ণ : বিদ্যাপতির রাধার কৃষ্ণের প্রতি প্রথম প্রণয় অনুভবের মধ্যে নব-যুবতীর চাঞ্চল্য, লীলা বিলাস, চাতুর্য চমৎকার ফুটে উঠেছে। যেমন- মান করে ফেরবার পথে কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধার হার ছিঁড়ে ফেলা, এবং সখীরা যখন হারের মুক্তাগুলি গুড়োতে ব্যস্ত তখন প্রেমিককে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ, এ ধরনের অনেক প্রসঙ্গ নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু রাধা যখন বলে –

"অবনত আনন ক এ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনু সে চাঁদ চকোর।।
ততহু সঞে হটে হাটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তুই অও পসার এ আঁখি।।"[১]

তখন বোঝা যায় রাধা আর নেহাত প্রথম যৌবনা নেই, কিছু এগিয়েছে, চাতুর্য এসেছে, একটা বুদ্ধির বিদগ্ধ্য তাঁর ভাষায় মুদ্রিত। বিদ্যাপতির রাধার কৃষ্ণ প্রেমে দেহকামনা প্রায়ই উচ্চকণ্ঠ। মাত্র একটি প্রতিনিধিমূলক উদাহরণ দিচ্ছি -

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।।
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।।
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার।।
কদালী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুকম্প।।"[২]

সমালোচক শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন –

> "বিদ্যাপতির রাধায় নাগর বিলাস, দেহভাবনা, চাতুর্য প্রভৃতির আধিক্য থাকলেও কৃষ্ণের প্রতি তার প্রেম কিন্তু কৃত্রিম নয়। বিরহের পদগুলিতে রাধার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যে ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তার ভাবগভীরতা অস্বীকার করা যায় না।"[৩]

বিশ্ব প্রকৃতির বিরাট পটভূমিতে হাদয়ের পাত্র উজাড় করে রাধার বেদনা জগত সংসারকে প্লাবিত করেছে। নীচে দুটি কবিতা থেকে বিরহিণী রাধিকার এই চরিত্ররূপের পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে -

১.

"শূন ভেল মন্দির
শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ
শূন ভেল সগরী।।"[৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২.

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোরে
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভূবন ভরি বরিখণ্ডিয়া
কান্ত পাহুন
কাম দারুণ
সঘনে খর শর হস্তিয়া।।"[৫]

রাধার ভাবব্যাকুলতার দৃষ্টিকোণে কৃষ্ণের এমন কিছু রূপ পরোক্ষ ভাবে ফুটে উঠেছে যার মধ্যে গভীরতা আছে। তা কিন্তু কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ রূপ নয়, রাধার মনের মধ্য দিয়ে দেখা পরোক্ষ রূপ। যেমন -

"হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।"[৬]

পদটিতে রাধা কৃষ্ণকে তার হাতের দর্পণ মাথার ফুল নয়নের কজ্জল মুখের তাম্বুল প্রভৃতির সঙ্গে উপমিত করার পরে ব্যাকুল প্রশ্ন করছে, হে কৃষ্ণ বল তুমি কে? তার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের একটি মহিমাময় রূপ যেন ব্যঞ্জিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য কৃষ্ণের এই গভীরতাযুক্ত ভাবমূর্তি রাধার হৃদয়রসে জারিত।

চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা কৃষ্ণ সম্পর্ক : চন্ডীদাসের রাধা যে কৃষ্ণের কথা ভাবে তাকে কখনো দেহধারী মানুষ বলে মনে হয় না। রোমান্টিক কবির কল্পলোকের কামনার মতো রাধার সব বাসনা, সব সৌন্দর্য-চেতনা মিশিয়ে এই কৃষ্ণ তৈরি। কৃষ্ণ তাঁর মানস-পুরুষ, ফলে শুধু তার নামটি নিয়ে মনে মনে জপ করতে করতে রাধা প্রণয়-মিলন এবং প্রণয়-বিরহের এক অপূর্ব রাজ্যে চলে যায়। আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিরা এক কাম্য সৌন্দর্যের কল্পনা করেন। যা বাস্তবে কখনো পাওয়া যায় না। এক আদর্শ প্রেমের স্বপ্ন দেখেন যা জীবনে কখনো মেলে না। চণ্ডীদাস রাধা হয়ে অর্থাৎ নিজেকে মনে মনে রাধায় রূপান্তরিত করে কৃষ্ণের মধ্যে সেই সৌন্দর্য এবং প্রেম-বিরহকে অনুভব করেছেন, তাই তাঁর পদে মিলনে বিচ্ছেদে কোন পার্থক্য নেই।

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা কৃষ্ণ সম্পর্ক : বাংলা চৈতন্য পরবর্তী বহু সংখ্যক কবি অজস্র কবিতা লিখেছেন। তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে আমরা দুজনকে নির্বাচন করেছি রাধা চরিত্র বোঝবার জন্য। এঁরা হলেন জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। এঁরা শুধু কবি হিসাবেই প্রতিভাবান ছিলেন না, ধর্ম-দর্শনের বোধের দিক থেকেও চৈতন্য-প্রভাবিত কবিদের মধ্যে এঁদের প্রতিনিধি-স্থানীয় বলে মনে করা যায়। রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্ক বিশ্লেষণে এর আগে আমাদের যে কাজটি করতে হয়নি, এবার সেটি করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। তা হল একটি সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘকাল ধরে অনুশীলিত দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্মসাধনার পটভূমিটি মনে রাখা। কারণ চৈতন্য-প্রভাব যুগের কোন বৈষ্ণব পদকর্তা এই ধর্ম-দার্শনিক ভিত্তি থেকে পৃথক করে তাঁদের রাধাকে দেখেননি। এটা শুধু বাইরে থেকে একটা তত্ত্বের আরোপ নয়, এ তাঁদের পরম বিশ্বাস, তাঁদের জীবন-সাধনার সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জড়িত।

বৃন্দবনের গোস্বামীরা এবং তাঁদের পরম প্রাজ্ঞ শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণব তত্ত্বের, সাধনার এবং রস-পর্যায়ের যে ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকেই তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিয়েছিলেন। রাধা-কৃষ্ণের চরিত্র প্রসঙ্গে যে সব তত্ত্ব-ভাবনার কথা মনে রাখতেই হবে আমরা নীচে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

১. ভগবান কৃষ্ণ নিঃশক্তিক, নির্গুণ, নিরাকার পরম ব্রহ্ম নন। তিনি সর্ব গুণের আধার, সর্ব শক্তির আকর, অপূর্ব রূপবান, কিন্তু তাঁর গুণ, রূপ, শক্তি সবই অপ্রাকৃত। ২. কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির তিনটি বিভাগ। অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। এই স্বরূপ শক্তির তিনটি অংশ-সম্বিৎ, সন্ধিনী এবং হলাদিনী। ভগবান কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সৎ চিৎ আনন্দ। সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ এবং আনন্দ অংশে হলাদিনী। কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তির অংশে তিনি আনন্দ ভোগ করেন। হলাদিনী বৈষ্ণবদের মতে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শক্তি। তাঁর সন্ধিনী, সম্বিৎ এইসব শক্তি হলাদিনীর বিশেষণ এবং হলাদিনীতে পর্যবসিত। এই হলাদিনী শক্তির সারভূত বিগ্রহ রাধা। অর্থাৎ রাধাই পূর্ণশক্তি। এই শক্তিই ভগবান কৃষ্ণের সম্পূর্ণ পরিচয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রনয় হল কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তির সঙ্গে প্রনয়, এর মধ্যে কোন রূপক নেই। বৈষ্ণবদের কাছে এটা পরম সত্য। নিত্য বৃন্দাবনে অনাদি অনন্তকাল ধরে এই লীলা চলছে। লীলার জন্য ভগবান কৃষ্ণ এক, দুই হয়েছেন রাধার মধ্যে এবং গোপীদের মধ্যে বহু হয়েছেন। কারণ একে লীলা হয় না, এবং এই লীলাতেই তাঁর পূর্ণ পরিচয়। দ্বাপরে মানব রূপে তিনি এলেন কেন? নিত্যবৃন্দাবনে তো তাঁর চিরলীলা চলছেই। নরদেহে এই লীলা প্রকটনের মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীর মানুষের সামনে ভগবৎ লীলার মূল রূপটি কি, তাই দেখিয়ে গেলেন। ভগবান যে মূলত প্রেমময় রাধা-প্রায়ের বৈচিত্র্যের মধ্যেই যে তার পূর্ণ পরিচয় এই সত্যের প্রতিষ্ঠার ফলে পৃথিবীর ভক্তমানুষ ভক্তি সাধনার প্রকৃষ্ট পন্থা জানতে পারবে। রাধা ভক্তের রূপক-এরূপ একটি ধারণা প্রচলিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই রূপবত্বে আদৌ বিশ্বাসী নয়। রাধা হলেন কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হলাদিনী। তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে. অচ্ছেদ্য, যেমন চন্দ্র এবং জোৎস্না, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা। আর ভক্ত তো জীব, জীবও এক অর্থে ভগবানের শক্তি, কিন্তু সে হল তটস্থা শক্তি, আদৌ স্বরূপ-শক্তি নয়। কৃষ্ণের প্রেম তাঁর স্বরূপ শক্তির সঙ্গে, জীবশক্তির সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম হতে পারে না। গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের যে প্রণয়লীলা সেই গোপীরাও কিন্তু কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, আসলে তারা শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি রাধার একটি বিশেষ গুণ যে জীবকে তিনি পথ দেখাতে পারেন। রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়ের মধ্য দিয়ে জীব অনুভব করে কিরূপ আত্মহারা গভীরতা নিয়ে, সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেন। ঐরূপ গভীরতা নিয়ে, আন্তরিকতা নিয়ে, জীবকে করতে হবে সাধনা। রাধার পক্ষে যা প্রেম, জীবের পক্ষে তা প্রেমভক্তি, ভগবৎ-সাধনা। বৈষ্ণব ভক্তের চেতনায় মানবের সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মঞ্জরী রূপে (অর্থাৎ নিম্ন স্তরের গৌণ সখী, যাদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রণয় হয় না।) একটু দূরে দাঁড়িয়ে সখী সহ রাধা কৃষ্ণ প্রেমের লীলা দর্শন এবং দাসীরূপে সেবা। কবির ভাষায় -

"কবে বা এমন হব
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা রমণী হব
দুজনে নূপুর পরাইব।"[৭]

গোবিন্দদাসের রাধায় মানবী ভাবের চেয়ে তত্ত্বের শিল্পরূপই তাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাধার অভিসার বিষয়ক যে কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন সেখানে প্রেমিক কৃষ্ণের জন্য বিচ্ছেদ-ব্যাকুল নারীর অভিসারের মানবিক ভাবটিকে ছাপিয়ে উঠেছে ভক্তি-ব্যাকুল মানব চিত্তের সাধনার ব্যঞ্জনা। রাধার পক্ষে যা কৃষ্ণ মিলনের জন্য অভিসার, ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে তাই হল দুস্তর সাধনা-প্রেমভক্তির লক্ষ্যে। গোবিন্দদাসের অভিসারমূলক দুটি পদ বিশ্লেষণ করে রাধার এই বিশিষ্ট রূপটি বুঝবার চেষ্টা করব -

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলত অঙ্গুলী চাপি।।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য অভিসারে যাত্রা করবে। পথে নানা রকম বিপদ হতে পারে। অন্ধকার রাতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পিছল পথে তাকে চলতে হতে পারে। তাই রাধা নানাভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছে। উঠানে জল ঢেলে সে পিছল পথ চলা অভ্যাস করছে। সেখানে কাঁটা পুঁতে কাঁটা ভরা পথে কিভাবে যাবে তারই জন্য নিজেকে তৈরি করছে। নূপুরের শব্দ বন্ধ করার জন্য কাপড়ের টুকরো দিয়ে মঞ্জীর বেঁধে নিচ্ছে। দু-হাতে চোখ বন্ধ করে অন্ধকার রাতে পথ চলার সাধনা করছে। এখানে নায়িকা রাধা হয়ে উঠেছে সাধিকা রাধা। কৃষ্ণ মিলনের জন্য তার কঠিনের পণ, দুস্তর সাধনা। কবি এভাবেই 'আরধয়তি যঃ সা রাধা' এই বোধটি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

গোবিন্দদাসের অভিসারের আর একটি পদ উদ্ধার করা হচ্ছে। পদটি বর্ষাভিসারের -

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে সঙ্কিল পঙ্কিল বাটা।।
তঁহি অতি দুরতর বাদব দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।"[৯]

ঘন বর্ষা, পঙ্কিল পথ, প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে। বিদ্যুতের তীব্র দহনে দিক বিদিক শঙ্কিত। এইসব বাধা অতিক্রম করে রাধা যাবে প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য। সব বিপদ এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কাও তার কাছে তুচ্ছ। প্রেমের জন্য সে দেহত্যাগেও প্রস্তুত। 'প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ'-রাধা এখানে শুধু মানবী, প্রেমিকা রূপে নয়, অধ্যায় পথে সাধিকা রূপে চিত্রিত হয়েছে।

জ্ঞানদাসের রাধার হৃদয়ার্তি কিন্তু রূপ-চিত্রের মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত। ভাবের বর্ণে তিনি বাস্তব ছবি আঁকেন। ছবির রেখাগুলি রূপকে ছাপিয়ে অরূপে গিয়ে পৌঁছয়, তাই কৃষ্ণ-রূপ বর্ণনায় রাধা বলে।

"চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরনে না যায় মোর হিয়া,
কত চাঁদ নিঙারিয়া মুখানি মাজিয়াছে
না জানি তায় কত সুধা দিয়া।"[১০]

কিন্তু এর পরই সে নিজের মনের মধ্যে রূপধ্যানে আত্মমগ্ন হয়ে যায় -

"আলো মুঞি জানো না জানো না
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।"[১১]

মঙ্গলকাব্যে নারী পুরুষ সম্পর্ক : মনসা মঙ্গল কাব্যের প্রথমত যে নারী পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করব, তা হল বেহুলা ও লখিন্দরের সম্পর্ক। বেহুলা গুণবতী তরুণী নারী। চাঁদসদাগর অনেক মেয়ে দেখার পর পুত্রের জন্য এই কন্যাটি নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু বিয়ের রাত্রে তার স্বামী লখিন্দর সর্পাঘাতে মারা গেল। লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুতেই বেহুলার চরিত্র দীপ্যমান হয়ে উঠল। সদাগরের পুত্রের মৃত্যুতে চতুদিকে যে শোক উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তার ভিতরে কিন্তু বেহুলার দিকে অপবাদের ইঙ্গিত ছিল। তাঁর ভাগ্যের দোষে বিয়ের রাত্রে স্বামী মারা গিয়েছে। সুতরাং সে অকল্যাণের প্রতীক এক বিষ কন্যা। এরূপ সামাজিক-পারিবারিক বিশ্বাস সেকালে অত্যন্ত প্রবল ছিল, কাজেই বেহুলার শোকের মধ্যে অনেকগুলি দিক একসঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় করে যাত্রা করল। বেহুলা তার স্বামীগৃহে ছয়টি বিধবা যুবতীকে দেখেছে এবং বিয়ের রাত্রে স্বামী মারা যাওয়ায় তার প্রতি পল্লীবাসীদের একটা বিরূপ মনোভাব হওয়া সম্ভব তাও অনুভব করেছে। এরূপ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থহীন মূল্যহীন ভোগসুখহীন এবং সঙ্কুচিত ও লাঞ্ছিত জীবনযাপন করতে সে রাজি হয়নি। সে মৃত স্বামীর সঙ্গে এক ভেলায় নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছে। কারুর নিষেধ মানে নি। তার ভ্রাতারা তাকে পিতৃগৃহে ফিরে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে, সে রাজি হয়নি। বেহুলার এই যাত্রা এবং লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনা এগুলি অতিলৌকিক রূপকথার মত ব্যাপার। বাস্তবে এরূপ ঘটনা সম্ভব নয়। মঙ্গলকাব্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভট্টাচার্য-এর অভিমতের অনুসরণে বলব, বেহুলার যাত্রাপথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং স্বর্গলোকে পৌঁছে নৃত্যে গীতে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়া এই সবটাই একধরনের রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা। মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে ভেলায় করে যাবার সময়ে বেহুলা অনেক বিপদে পড়েছিল। অনেক লম্পট পুরুষ তাকে লুব্ধ করতে চেয়েছে, তার উপর জোর করতে চেয়েছে, তার সতীত্ব, সাহস এবং বলিষ্ঠতা' - এইসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। দু-একজন দুঃধী ও সৎ মানুষের সঙ্গেও তার পথে ওভারে হয়েছে। নিজের চূড়ান্ত শোক এবং চরম দুরবস্থার মধ্যেও সে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে। সুপরামর্শ দিয়ে তাদের মধ্যে কাউকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্তও করেছে। স্বামীর মৃতদেহ পচে গলে উঠলে সে আতঙ্কিত হয়েছে। অবশেষে দেবলোকে পৌঁছে বেহুলা তার বুকের চাপা শোককে চাপা দিয়ে চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। সে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছে এবং প্রায় অনিচ্ছুক মনসার কাছ থেকে স্বামীর প্রাণ উদ্ধার করেছে।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যে নারী পুরুষ সম্পর্কের প্রধান আলোচনার বিষয় ফুল্লোরা - কালকেতুর সম্পর্ক। ব্যাধকন্যা ফুল্লরার বিয়ে হয়েছে ব্যাধপুত্র কালকেতুর সঙ্গে। কালকেতু 'ত্রয়োদশী গুরুবারে নক্ষত্র রেবতী'তে ফুল্লরাকে বিয়ে করেছে। কাব্যে ফুল্লরা ছাড়া আর কোনো স্ত্রী নেই তার। একাদশ বৎসরের 'মত্ত হাতি'কে স্বামী হিসেবে বরণ করে ফুল্লরা খুশি। কালকেতুর স্ত্রীরূপে ফুল্লরার দু'টি রূপ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। একটি কালকেতুর সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্কের নিবিড়তার দিক। অন্যটি, দাম্পত্য জীবনে ছদ্মবেশী যোড়শী যুবতীরূপে চণ্ডীর আগমনে তার তীব্র মনন যন্ত্রণার দিক। ফুল্লরা সংসারের মধ্যে সুপরিমিতির পরিচয় দিয়েছে। কর্মব্যস্ত কালকেতুঘরে ফিরে এলে সে উচিত কর্ম করতে ছাড়ে না। তাকে 'হরিণের ছড়া'র ওপর বসতে দেওয়া কিংবা ভোজনের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে পতি প্রেমকেও সে সুন্দরভাবে লালন করেছে। কালকেতু যে সকল খাদ্যাদি খেতে পছন্দ করে সবই রান্না করে সে খেতেও দেয়। ফুল্লরার বোধশক্তি এতটাই প্রখর যে, কালকেতু খেতে বসে কি কি খেতে চাইতে পারে তাতে সে অভ্যস্ত হ'য়েও গেছে। 'অম্বল' খাওয়ার পর তাই কালকেতুর রুচিমত 'হরিণী'র বিনিময়ে 'এক হাঁড়ি দই' পর্যন্ত সে সঞ্চয় করে রাখে। স্বামীর প্রতি ফুল্লরার সচেতনতা তার চরিত্রেরই বিশিষ্ট অনুভব।

ফুল্লরার এই সুমধুর দাম্পত্যজীবনের দিকটিকে বলা যেতে পারে বাহ্য দিক। তার জীবনের গভীরতর অথচ নিভৃত দিকটির অংশ বিশেষ আভাষিত হয়েছে 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ' কথনে মধ্য দিয়ে। ফুল্লরার হৃদয়ে 'মলয় মারুতে'র প্রকাশ ছিল, ছিল 'মধুমাস'। সে জানত 'বনিতা-পুরুষে'র এ সময়ে 'পীড়য়ে মদনে'; তবু তার অঙ্গ মদনের টানে পোড়েনি, পুড়েছে 'উদর দহনে'। ফলত, দাম্পত্য জীবনের সবটুকু সুস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি একথা সে বারমাসের দুঃখ-কথনে গোপন করেনি। এই চেতনার প্রকাশতার নারী স্বাতন্ত্র্যবোধকে নির্দেশ করে।

কালকেতুর কথা মতো ('কেহো না পরশে জল লোকে বলে রাঢ়।') ফুল্লরাও ব্রাত্য। ব্রাতা হ'লেও কুলীনের কৌলীন্যের (বহুবিবাহ) বিপরীতে অবস্থান করতে দেখা যায় ফুল্লরাকে। ছদ্মবেশী দেবীর আগমন ভীতি সঞ্চার (সতীন প্রসঙ্গে) করলে কালকেতুকে সে ধিক্কার জানায় কিংবা কৈফিয়ৎ তলব করাতে গেছে। কালকেতুর স্ত্রীরূপে ফুল্লরা পাপহীন। দেবীর করুণায় 'কেতু' বংশের সম্পদ-সমৃদ্ধি লাভ হ'লেও ফুল্লরার আচরণ বরাবরই তার সমাজজীবন, ব্যাধ জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত থেকেছে। কলিজ রাজের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে প'ড়ে কালকেতুর বন্ধিত হ'লে কোটালের প্রতি ফুল্লরার বিনয়ে প্রকাশিত হ'য়ে ওঠে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ। সে চোর নয়, ডাকাত নয়, ফলে সম্পত্তি-ধনও তার নিজস্ব নয়। তাই হেমন্তের ঝি'র দেওয়া বলতে কোনো দ্বিধা হয় না। নিজস্ব যে সম্বল তার কথাও কোটালের কাছে উল্লেখ করতে আত্মগ্লানির কারণ ঘটে না একবারও।

ফুল্লরা ব্যাধ বীরের স্ত্রী। ফলত কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে ফুল্লরার মধ্যে বীরাঙ্গনাসুলভ মানসিকতা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু ফুল্লরা সে পথে যায়নি। সে রণবীরের স্ত্রী হ'য়েও রণাঙ্গনা হয়নি। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারীরা যে রণাঙ্গনা ছিল না, তা নয়। কালুডোমের স্ত্রী লক্ষ্মী ডোমনীর যুদ্ধের কথা 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' প্রত্যক্ষ করেছি। বরঞ্চ বীর কালকেতুর পরাজয় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও ভীত করে তুলেছে ফুল্লরাকে। শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল ভেঙে কিংবা অনধিকারের প্রবেশ পথ রুদ্ধ ক'রে মধ্যযুগীয় কাব্যে পরিবর্তনশীল মানসিকতায় স্বাতন্ত্র্যের দাবি ফুল্লরার থাকলেও যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত স্বামীর পাশে অবস্থান ক'রে জয়ের পথ সুচিত করতে তাকে দেখি না। ফুল্লরা 'গলাতে কুড়ালি বান্ধি করয়ে গোহারি'র মত ব্যবহার প্রতিবাদী-বুদ্ধিনির্ভর স্বভাবকে ম্লান না করলেও চারিত্রিক দৃঢ়তার বিশেষ অভাব দেখা যায়। বিশেষত, কোটালের সঙ্গে ফুল্লরার কথোপকথনে তেজোদ্দীপ্তভাবকে অনেকটাই ম্লান-বিষণ্ণ হ'তে দেখি। কালকেতুর স্ত্রীরূপে ফুল্লরা স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইবে তাই যদি স্বাভাবিক প্রবণতাই হবে তবে প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধে যেতে কালকেতুকে ফুল্লরা বিরত করেনি কেন? হয়তো সাময়িক আভিজাত্যের ভিতর অবস্থান ক'রে ফুল্লরার মধ্যে অহংবোধের উন্মেষ ঘটেছে। বিপদকালে ফুল্লরার বোধ মাটির কাছাকাছি থেকে যাপন করতে চেয়েছে পূর্বের জীবন। কালকেতু কুলীন নয়। সে পশুবধ ক'রে আনে আর ফুল্লরা 'নগর-ভাতরে' পসরা দিয়ে বিক্রিও করে। ফুল্লরা যে জিনিজ বিক্রি করে সেখান থেকে কালকেতুর সাংসারিক ছবিও ফুটে ওঠে। এগুলো তার সুখী সংসারের আয়ের উৎস। কালকেতু-ফুল্লরার দাম্পত্য জীবন শোকাবহ নয়, তবে দারিদ্র্য শ্লীষ্ট সন্দেহ নেই।

কালকেতুর মৃগয়া অব্যর্থ। মৃগয়াতে সফল হ'লে স্ত্রী ফুল্লরার দায়িত্বও বাড়ে। কালকেতুর ভোজন দৃশ্যটিতে যে খাদ্যগ্রহণের এক দিনের তালিকা পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে কৌতুকবহ, তবু সত্য। ফুল্লরাও স্বামীর প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। কালকেতুর রসনাকে তৃপ্ত করতে ফুল্লরার গৃহীত ব্যবস্থাপনা থেকে চরিত্রের তথা দেহাসিকের আভাস পাওয়া যায়। দীর্ঘাকৃতির গোঁফ সে টেনে ঘাড়ে বাঁধে আর এক শ্বাসে 'সাত হাঁড়ি খুদের জাউ (পায়েস জাতীয়), লাউ দিয়ে অ'হাঁড়ি মুসুরী ডালের তরকারী, দু'তিন ঝোড়া আলু-ওলপোড়াও অনায়াসে খেয়ে নেয়। এমনকি ফুল্লরার আনা দই-এর কারণে সে তিন হাঁড়ি অতিরিক্ত ভাতও খেয়ে ফেলে। স্বর্ণগোধিকাররূপী দেবীর আগমনের পূর্বে প্রত্যক্ষ করা যায়নি কালকেতুকে ফুল্লরার ওপর অন্যায় অধিকার, নীতিহীন বলপ্রয়োগ করতে। তাদের নিরুদ্বিগ্ন জীবনে কোনো দাম্পত্য কলহ নেই, নেই কোনো মানসিক সংকট, বিপন্নতাবোধ। চন্ডীর আগমনে সে পরিণত হয়েছে এমন পুরুষে যে বহুগামিতার দোষে দুষ্ট। দাম্পত্য জীবনের এই যে সংঘাত তা চণ্ডীকে কেন্দ্র করে। একটি ষোড়শী যুবতীকে কেন্দ্র ক'রে কালকেতু চরিত্রের স্খলন ফুল্লরার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হ'তে দেখা গেলেও কালকেতু যে পরস্ত্রী দোষে দুষ্ট নয় এই অবকাশে স্পষ্ট হয়েছে। চণ্ডীর আগমন ফুল্লরা-কালকেতুর দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক বিশ্বাসের জগতকে আরো সুনিবিড় করেছে। কালকেতু চরিত্রের স্বচ্ছতার একটি বিশিষ্ট দিক এই অবসরে আলোকিত হয়।

কালকেতুর সংসারে দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই, না আছে সতীন, ননদী, শাশুড়ী তবু তার বিস্ময়ের কারণ স্ত্রীর 'নয়নে কজ্জলে মলিন শশীমুখ'। ফুল্লরা নারীঘটিত পাপে ('যেই পাপে নষ্ট হল লঙ্কার রাবণ') কালকেতুকে অভিযুক্ত করলে সেও ক্রোধান্বিত হবে স্বাভাবিক। স্ত্রীর অপবাদ পাপহীন স্বামীর ব্যক্তিত্বে আঘাত হানলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যে পৌরুষত্বের দীপ্তি নিয়ে প্রকাশ হয় কালকেতুর চরিত্রে তাও প্রত্যক্ষ করা গেছে।

কালকেতু-ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনে কালকেতুর কোনো নৈতিক চরিত্র স্খলন প্রত্যক্ষ হয় না। বরঞ্চ এ পর্যন্ত কালকেতুকে কোনো অর্থেই 'বৃহৎ বিকৃত স্থানু' বলা সমীচীন হবে না। এখানে ফুল্লরা ঠিক যতটাই 'নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায়' বোধহয়, কালকেতু তার অধিক নড়ে-চড়ে বসেছে। বালকেতু চরিত্রে যে বিকৃতি আছে, সবটাই চন্ডীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই এসেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কানড়া ও লাউসেনে সম্পর্ক আলোচনা করতে পারি। কানড়া রণরঙ্গিনী দুঃসাহসী যুবতী। সে মনে মনে লাউসেনকে পতিত্বে বরণ করে রেখেছিল। কিন্তু বৃদ্ধ গৌড় নৃপতি তাকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাবক ভাটকে কানড়ার সঙ্গিনীরা অপমানিত করে বিদায় দিলেন। অপমানিত গৌড়েশ্বর বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। কানড়া তখন প্রতিজ্ঞা করে, লোহার গণ্ডার যে বীর এককোপে কাটতে পারবে তার গলায় সে মালা দেবে। গৌড়েশ্বরের পক্ষে একাজ করা সম্ভব ছিল না। তখন গৌড়রাজের নির্দেশে তার সামন্ত লাউসেন এসে এককোপে লোহার গণ্ডার কেটে ফেলল। কিন্তু লাউসেনের কৃতিত্ব গৌড়রাজের কৃতিত্ব বলে কানড়া মেনে নিতে রাজী হল না। তখন গৌড়েশ্বর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কানড়াদের রাজ্য আক্রমণ করল। কানড়ার পিতা পলায়ন করল। কানড়া এবং তার সঙ্গিনীরা গৌড়ে বাহিনীকে পরাজিত এবং বিতারিত করল। গৌড়েশ্বরকে রক্ষার জন্য লাউসেন অগ্রসর হল। সে কানড়াকে জোর করে ধরে নিয়ে প্রভু গৌড়েশ্বরের সঙ্গে বিবাহ দেবেন। কিন্তু কানড়া লাউসেন-এর প্রতি তার প্রণয় এবং আনুগত্য ব্যক্ত করল। লাউসেনই তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে, লাউসেনকেই সে চিরকাল হৃদয় সমর্পণ করে বসে আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে লাউসেনের সম্মুখীন হয়ে মুখের কাপড় একটু সরিয়ে বলিষ্ঠ বৈদগ্ধো সে আত্মনিবেদন করল। লাউসেন রাজানুগত্যে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করল, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার কথা বলল, অবশ্য কানড়া তাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারলে সে নিজে তাকে বিবাহ করতে সম্মত এ কথাও জানাল। কানড়াকে এরপর দেখি ময়নাগড় রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাটরানী কালিঙ্গার মৃত্যুর পরে। সতীনের মৃত্যুতে সে কিন্তু সহোদরার মত শোক প্রকাশ করেছে। বীর্যবতী রমণী বলেই গৃহস্থলীর ক্ষুদ্রতা তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। মহামদের সঙ্গে যুদ্ধে কানড়া ধরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, সৈনাপত্য এ সব কিছুরই সুনিপুণ প্রমাণ রেখেছে। শত্রুকে তাড়না করেছে, পরাভূত করেছে, প্রয়োজনে ক্ষমাও করেছে।

আরাকান রাজসভার কাব্যে নারী পুরুষ সম্পর্ক : সম্ভ্রান্তবংশীয় লোর সাহসী, বীরযোদ্ধা, নানাশাস্ত্রে পারদর্শী। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজপুরুষরা বাহুবলে জয় করেছেন রাজ্য এবং ভোগ করেছেন নারী। সেই সামন্তযুগের আদর্শেই নায়কের পরিচয় দিয়েছেন কবি। এর নিরিখেই নির্ণীত হয়েছে রমণীজয়ের সাফল্য। চন্দ্রাণীকে লাভ করার জন্য সাহসী লোর যেকোনো রকমের বিপদ এমন কি প্রাণনাশের আশঙ্কাকেও অবহেলা করেছেন। মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য প্রতিনায়কের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে, সংগ্রাম শেষে যুদ্ধজয় ও বাঞ্ছিতালাভের সিদ্ধি রাজপুরুষের কাম্য। বামনের অস্ত্রাঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেও শেষপর্যন্ত লোরই জয়ী হয়েছেন এবং বামনকে হত্যা করে চন্দ্রাণীকে লাভ করার সাফল্য অর্জন করেছেন। লোর এর প্রেমজীবনের মধ্যে একটি প্রধান লক্ষণ হল এই যে বিবাহোত্তর জীবনে নবনায়িকার সঙ্গে প্রেম। বিবাহিত এবং পত্নী পত্নী ময়নাবতী বর্তমান। তা সত্ত্বেও লোর পরনারীতে আসক্ত হয়েছে। মধ্যযুগের সামন্ত রাজারা একমাত্র জীবনসঙ্গিনীতে অভ্যস্ত ছিলেন না, সাধারণ মানুষও একপত্নীনিষ্ঠ ছিলেন না। বিশেষত সামন্ত প্রভুদের কাছে নারী ছিল ভোগের উপকরণ, তাই নিত্য নতুন সুন্দরীর সন্ধানে তাঁরা ছিলেন উৎসুক। চন্দ্রাণীর রূপের প্রলোভনে লোর বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করে নির্দ্বিধায় রমণীলাভের জন্য দুর্গম পথে যাত্রা করেছেন। ময়নাবতী অসাধারণ সুন্দরী, রূপসী। এসত্ত্বেও তাঁরা বিনা অপরাধে যৌবনের দিনগুলি স্বামীর অবহেলায় বিরহে কাটাতে বাধ্য হলেন। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের চিন্তা তার মনে স্থান পায়নি। ময়নার কাছে প্রলোভন ও এসেছিল, কিন্তু সতীত্ববলে ময়না সেই প্রলোভনকে জয় করেছেন। তার চরিত্রের মূল ভিত্তি স্বামীপ্রেম। কিন্তু ময়না স্বামীকে ধরে রাখতে পারলেন না। সর্বগুণান্বিতা যুবতী সুন্দরী পত্নীতে তৃপ্ত নন লোর। তাই মহিষীকে 'একসরী' রেখে তিনি সহচরদের নিয়ে কাননবিহারে যাত্রা করেন। আর সেখানেই ঘটে যায় যোগীর কাছে চন্দ্রাণীর চিত্রদর্শন। অতঃপর শুরু হয় ময়নার জীবনে স্বামী-বিরহের পর্ব। স্বামী যেখানে নিত্যনতুন সম্ভোগপণ্যরূপে নব নব নারীর সন্ধান করছেন সেখানে তা নীরবে মেনে নিয়ে স্বামীবিরহে সে কাতরোক্তি করেছে। অথচ শুরুতে লোর ও ময়নার মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল।

গীতিকা সাহিত্যে নারী পুরুষ সম্পর্ক : ময়মন সিংহ গীতিকায় মহুহা এর প্রেম সম্পর্ক আলোচনাযর দাবি রাখে। গ্রাম্য কবি মহুয়ার চরিত্রে রোমান্টিকতার সঙ্গে তীব্র কামবাসনাকে মিলিয়ে ফেলেছেন। ব্রাহ্মাণ যুবক নদেরচাঁদকে দেখে সে আসক্ত হয়েছে, লজ্জা সংকোচ অতিক্রম করে নিজে উদ্যোগী হয়ে কিঞ্চিৎ বক্র ভাষায় প্রণয় নিবেদন করেছে।

"কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।।"[১২]

আরও ঘনিষ্ঠ অনুভূতি প্রকাশে সে দ্বিধা করেনি। বলেছে -

"তুমি হও গহীন গাঙ
আমি ডুইব্যা মরি।"[১৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 70 - 78
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নদেরচাঁদ সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সন্তান। যাযাবরী যুবতীর সঙ্গে কি ভাবে তার মিলন হবে। অপরদিকে পালক পিতা হুমরা বেদে সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের যুবক নদেরচাঁদের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহে রাজী নয়। দ্বিমুখী এই বাধা উত্তরণের দুঃসাহস নায়ক নদেরচাঁদের ছিল না। নায়িকা মহুয়া সাহসিকতায়, বলিষ্ঠতায়, প্রেমের তীব্রতায় এই সব বাধা অতিক্রম করে প্রিয়-মিলনের পথ তৈরি করেছে। তার সৌন্দর্য যেমন অগ্নিশিখার মত, তার কামনাও তেমনি, কোন বাধা মানতে তা প্রস্তুত নয়।

ময়মনসিংহ গীতিকায় 'চন্দ্রাবতী' পালার চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দ এর সম্পর্কের আলোচনায় বলা যায়, চন্দ্রাবতী বাল্য সাথী জয়ানন্দের প্রতি আসক্ত দু-জনের পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই প্রণয় বিকশিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিবাহের ঠিক পূর্বে জয়ানন্দ একটি সুন্দরী মুসলমান যুবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ধর্ম ত্যাগ করেছে। লোককবি চন্দ্রাবতীর এই বিরহ বেদনাকে একটু স্বতন্ত্রভাবে দেখেছেন। কবি চন্দ্রাবতীকে গম্ভীর মৌন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী রূপে চিত্রিত করেছেন। কবির ভাষায় -

"না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী।।"[১৪]

জয়ানন্দ শেষপর্যন্ত মোহমুক্ত হয়েছে। চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসতে চেয়েছে। কিন্তু ধর্মান্তরিত এবং প্রায়ে বিশ্বাসঘাতক জয়ানন্দকে চন্দ্রাবতী গ্রহণ করতে পারেনি, আবার মনের থেকে বর্জনও করতে পারেনি। জয়ানন্দের স্পর্শে অপবিত্র মন্দির জলে ধুয়ে সে পরিস্কার করতে গিয়ে দেখল জয়ানন্দের মৃতদেহ নদীতে ভাসছে। অপবিত্র মন্দিরকে আর তার ধৌত করে পরিষ্কার করা হল না। অন্তর্থন্দ্বে ক্ষত রমণীর ট্রাজিক রূপটি কবি সংহত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন -

"দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নমাসীর চান।।
আঁখিতে পলক নাই মুখে নাই বাণী
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী।।"[১৫]

মদিনা এক উজ্জ্বল চরিত্র। মদিনা সামান্য চাষীর মেয়ে। তার প্রেমিক দুলাল যখন দেওয়ানি লাভ করল, তখন নতুন অর্থ সম্পদের আভিজাত্যে সে মদিনাকে তালাকনামা লিখে দিল। কবি সরলহৃদয় কৃষক-কন্যা মদিনার বিরহ বেদনার এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার একটি মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন।

Reference:

১. গিরি, ড. সত্য (সম্পাদনা), বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২২২
২. তদেব, পৃ. ৩৪২
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শম্ভুনাথ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬
৪. গিরি, ড. সত্য (সম্পাদনা), বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ৩২৭
৫. তদেব, পৃ. ৩৩৪
৬. তদেব, পৃ. ২২৬
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শম্ভুনাথ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৭১
৮. গিরি, ড. সত্য (সম্পাদনা), বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ২৪৬
৯. তদেব, পৃ. ২৪৯
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শম্ভুনাথ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৭৩
১১., গিরি, ড. সত্য (সম্পাদনা), বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২১৭
১২. সেন, দীনেশ চন্দ্র, মৈমনসিংহ - গীতিকা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৩৬
১৩. তদেব, পৃ. ৩৭
১৪. তদেব, পৃ. ১২০
১৫. তদেব, পৃ. ১২৪